**আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) ৫০ বর্ষ পূর্তি উৎসব**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, মঙ্গলবার, ২৯ আষাঢ় ১৪১৭, ১৩ জুলাই ২০১০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর মহাপরিচালক,

বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণবিদগণ,

ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ,

আসসালামু আলাইকুম।

আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) এর ৫০ বর্ষ পূর্তি উদ্যাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পর আজ আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ইরি প্রদর্শিত পথ ধরে উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন না হলে বিশ্বের বহু মানুষ না খেয়ে মারা যেত।

বিশেষ করে আমাদের মত দেশে যেখানে আবাদি জমির পরিমাণ সীমিত এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বেশি, উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত সেখানে আর্শীবাদ হয়ে এসেছে।

১৯৭০ সালে আমাদের দেশের লোক সংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। তখন আমাদের ধানের মোট উৎপাদন হত মাত্র ১০ মিলিয়ন মেট্রিক টনের মত। আর উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের আবাদ করে বর্তমানে আমাদের প্রায় ৩৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন ধান উৎপাদিত হচ্ছে।

গত চার দশকে আমাদের মানুষ বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। আর ধানের ফলন বেড়েছে প্রায় সাড়ে তিন গুণ। এ উৎপাদন বৃদ্ধির কৃতিত্ব অনেকটাই আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের।

উপস্থিত কৃষি বিজ্ঞানীবৃন্দ,

বিশ্বের প্রায় ১১৪ দেশে ধান উৎপাদিত হয়। এরমধ্যে এশিয়ায় শতকরা ৯০ ভাগ ধান উৎপাদিত হয়। ধান উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ৪র্থ।

বাঙালির প্রধান খাদ্য ভাত। আমাদের দেশের মানুষের প্রায় ৮০ ভাগ ক্যালরি আসে ভাত থেকে। কাজেই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে আমাদের ধানের ফলন বাড়াতে হবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নদী ভাঙন, শিল্প কল-কারখানা তৈরি ইত্যাদি কারণে আমাদের আবাদি জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। প্রতি বছর প্রায় ১ লাখ হেক্টর জমি ফসলের আবাদ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে আমাদের সামনে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে।

২০২৫ সালে আমাদের লোকসংখ্যা ১৮ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এ সময়ের মধ্যে আমাদের প্রতি হেক্টর ফলন কমপক্ষে আরও এক টন বাড়াতে হবে।

বর্তমানে হেক্টর প্রতি আমাদের গড় ধানের ফলন ২.৮ মেট্রিক টন। বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় এটা অনেক কম। আমাদের আবহাওয়ায় কী করে আরও ফলন বৃদ্ধি করা যায় এ নিয়ে আপনাদের কাজ করতে হবে।

সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার সব সময়ই কৃষি ও কৃষকের কল্যাণে কাজ করে থাকে। কারণ আমরা মনে করি এদেশের কৃষির উন্নতি হলেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হবে।

১৯৯৬-২০০১ সালে আমাদের দল যখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে ছিল তখন ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে বাংলাদেশ প্রথমবারের মত খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। এর ফলশ্রুতিতে আমরা জাতিসংঘের কৃষি সংস্থা কর্তৃক মর্যাদাপূর্ণ সেরেস পুরস্কার অর্জন করি।

এবারও আমরা সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০১৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে পুনরায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে চাই। এজন্য কৃষিখাতকে আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছি।

কৃষি খাতের সার্বিক উন্নতি সাধনের জন্য জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, জাতীয় বীজ নীতি এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নীতি কার্যকর রয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় কৃষি নীতি ১৯৯৯ সংশোধন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষির আধুনিকায়ণ, প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং কৃষি গবেষণার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি সার, বীজ, কীটনাশক ও সেচের উপর ভর্তুকি বাড়ানো হয়েছে। কৃষক ভাইয়েরা যাতে সহজে ঋণ পায় সে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমরা সরকার গঠনের পর পরই সারের দাম কমিয়েছি। পরবর্তীতে আরও দু'দফায় সারের দাম কমানোর ফলে ৯০ টাকার সার এখন ২২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এতে করে কৃষকগণ ফসল উৎপাদনে সঠিক মাত্রায় সুষম সার ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছে এবং ফলনও বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাশাপাশি জমির উর্বরতা শক্তি রক্ষা পাচ্ছে।

বোরো মওসুমে আমরা শহরাঞ্চলে বিদ্যুতের রেশনিং করে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছি যাতে জমিতে সেচ সুবিধা অব্যাহত রাখা যায়। এরফলে বোরোর বাম্পার ফলন হয়েছে।

সরকার  ইতোমধ্যে কৃষকদের কৃষি কার্ড প্রদান করেছে এবং মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে ব্যাংক একাউন্ট খুলে দিয়েছে। এরফলে কৃষি ঋণসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কোনরূপ হয়রানি বা অব্যবস্থাপনা ছাড়াই প্রদান করা সম্ভব হবে ।

আপনারা জানেন, দেশের উত্তরাষ্ণলে মঙ্গা নামে এক অভিশাপ ছিল। আমরা শুধুমাত্র আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে এই মঙ্গার অভিশাপ থেকে জনগণকে মুক্ত করেছি।

এ ক্ষেত্রে আমাদের বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত স্বল্প মেয়াদী আমন ধান জাত ব্রিধান-৩৩ ও বিনা ধান-৭ মঙ্গা মওসুমে চাষ করা হচ্ছে। এরফলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

আমাদের কৃষি বর্তমানে subsistence agriculture থেকে commercial agriculture- এ পা রেখেছে। কৃষি আজ শুধু প্রকৃতি নির্ভর অবস্থায় নেই। আধুনিক কৃষির যথেষ্ট প্রয়োগ আমাদের দেশে ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। আমাদের কৃষি পণ্য পৃথিবীর বহু দেশেই রপ্তানি হচ্ছে। আমাদের প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষি পণ্য বিশ্ব বাজারে প্রবেশ করেছে। আশা প্রকাশ করছি অদূর ভবিষ্যতে এ ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষি খাত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, শীতের তীব্রতা হ্রাস, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, লবনাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদির প্রভাব কৃষিতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। এরফলে দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা পানিতে তলিয়ে যাওয়াসহ উপকূলীয় অঞ্চলের জমিতে লবনাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তাই কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রতিকূল পরিবেশ সহনীয় জাত উদ্ভাবনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং ফসল ছাড়াও কৃষির অন্যান্য খাত যেমন মৎস্য, প্রাণীসম্পদ, বন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড জোরদার করতে হবে।

সুধিবৃন্দ,

আপনারা জানেন এক সময় আমরা শুধু অধিক ফলনের লক্ষ্যে জাত উদ্ভাবন করেছি। কারণ খাদ্য চাহিদা মেটানোই ছিল তখনকার প্রধান লক্ষ্য। বর্তমানে আমাদের কৃষি অনেকটাই এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত ৫৩টি জাত উদ্ভাবন করেছে। ইতোমধ্যে ইরি'র সহযোগিতায় আমাদের বিজ্ঞানীগণ লবনাক্ত সহিষ্ণু ধানের জাতও উদ্ভাবন করেছে যা অত্যন্ত সফলভাবে উপকূলীয় লবনাক্ত এলাকায় বোরো মৌসুমে আবাদ হচ্ছে।

এ ছাড়াও ব্রি'র বিজ্ঞানীগণ ইরির সহযোগিতায় ব্রি ধান-৫১ এবং ব্রি ধান-৫২ উদ্ভাবন করেছেন যেগুলো বর্ষার পানিতে ডুবে গেলেও ফলন দিবে। আমাদের দেশের হাওরসহ উপকূলীয় উজান-ভাটা বা বন্যার হাত থেকে রক্ষা করবে।

উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের একটা প্রধান উপাদান সেচের পানি। কিন্তু আপনারা জানেন, অতিমাত্রা ভুগর্ভস্থ পানির ব্যবহারের ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা করা হচ্ছে। বর্তমানে সেচ কাজে যে হারে ভুগর্বস্থ পানি ব্যবহার করা হচ্ছে তা কমাতে হবে। সে জন্য পানি কম লাগে এমন ধানের জাত উদ্ভাবন করতে হবে।

সুধিবৃন্দ,

অতি সম্প্রতি আমরা পাটের জন্ম রহস্য উদ্ঘাটন করেছি। ফলে পাটের মেধাস্বত্ব বা Intellectual Property Right বাংলাদেশের অধিকারে থাকবে। পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী বহুবিধ ব্যবহারসহ উচ্চ ফলনশীল ও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করতে আমাদের বিজ্ঞানীগণ সক্ষম হবেন। আমরা আশা করছি এতে করে পাটের সোনালী দিন আবার ফিরে আসবে। পাটের জিন সিকোয়েন্স এর ধারাবাহিকতায় এর থেকে লব্ধ জ্ঞান  ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফসলের ক্ষেত্রেও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হবে যা আমাদের কৃষিকে অনেক দূর নিয়ে যাবে।

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ,

আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট সব সময়ই আমাদের সহযোগিতা দিয়ে আসছে। আমি আশা করব তারা আরও বেশি সংখ্যক বাংলাদেশী কৃষি বিজ্ঞানীগণকে উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান করবে। এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহায়তার আশ্বাস দিচ্ছি।

পরিশেষে, আমি আমাদের বিজ্ঞানীবৃন্দকে বলব, দেশের স্বার্থে মনেপ্রাণে গবেষণায় মনোনিবেশ করুন। বিজ্ঞানীদের কীভাবে প্রণোদনা দেওয়া যায়, উৎসাহ দেওয়া যায় সেটা আমার সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় আছে।

আসুন, দেশের ১৫ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সবাই একযোগে কাজ করি।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

---